Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.25-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহাকাব্যের সাত'শ বছর: মহাকবি দান্তে আলিগিয়েরির 'ডিভাইন কমেডি' ও সমকালের রাজনীতি

ড. অমিতাভ কাঞ্জিলাল
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান; শিলিগুড়ি কলেজ; পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Divine Comedy, the tri-parted Epic crafted in 1320 by Florentine civil servant turned farsighted raconteur Dante Alighieri, portrays his plunge into Hell with the poet, Virgil, as a guide; his gradient of Mount Purgatory and encounter with his love, eternal, Beatrice; and as a final point, his advent in Heaven. Analyzing the issue of loyalty, longing and illumination, the Epic is a vividly nuanced and poignant metaphor of human deliverance. In the length of his expedition, Dante comes across almost nine-hundred characters, some of whom were the people like his contemporaries and equals, past-politicians and erstwhile world leaders, imaginary characters, mythological person, and conquerors of the distant past and antiquity. He also encounter with a number of figures from the Bible. The present article attempts to throw light upon the offshoots of contemporary political, social and religious scenario that left remarkable stretches of complexities in the development of the epic as to commemorate the seven-hundredth centenary of its publication. Christian Blauvelt describes the impact of the Epic to note "Dante's vision of the afterlife in the Divine Comedy influenced the Renaissance and the Reformation and helped give us the modern world." Besides, the Divine Comedy stimulated the age thereinafter. Literary vocation incessantly bespoke, sliced from, referenced and remixed, and also inspired painters and sculptors for centuries. The Divine Comedy is a pivot in Western history. It conglomerate literary and theological appearances, pagan and Christian, that approached before the Epic while also conceiving the early spurt of the modern world of future.

Key-Words: Pletonic Love; Inferno; Purgatorio; Paradiso; Papal Politics; Expulsion; Beheading.

দুরান্তে দেইলি আলিগিয়েরি বা দান্তে সেই সব ক্ষণজন্মা সাহিত্যিকদের একজন যাদের সৃষ্টি দার্শনিক উপলব্ধির সমতুল্য কালোত্তীর্ণ! এ বছর দান্তের ভুবনজয়ী রচনা ' ডিভাইন কমেডি' সৃষ্টির সাত শতক পূর্তি! সাতশো বছর প্রাচীন এই মহাকাব্য বিশ্বের বিস্ময়!স্বর্গ ও নরকের মধ্যযুগীয় বাইবেলীয় ধারণা অতিক্রম করে অসামান্য রোমান্টিকতায় 'ডিভাইন কমেডি' যুগে যুগে সাহিত্যরস-আগ্রহী মনকে নাড়া দিয়েছে। ১২৬৫ সালের ১৫ জুন মহাকবি দান্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইতালির সান মার্তিনো দেল ভেস্কোভো শহরে।

অবশ্য তার জন্মদিন প্রসঙ্গে ১৫ই জুন থেকে ১৮ই মে তারিখের মধ্যে নানাজনের নানা মত আছে। যে ঘরে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন সেটি এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। তার বাবার নাম ছিল আলিয়াগিয়েরো, আর মায়ের নাম ছিল বেল্লা। পিতামহের নাম ছিল বেল্লিনচোন, আর মাতামহের নাম ছিল দুরান্তে।মনে করা হয়, পিতা আর মাতামহের নামের সুরভি মিশিয়ে মহাকবি দান্তের নামাকরন করা হয়েছিল। দান্তে ছিলেন তার জনকের প্রথম বিবাহ পক্ষের একমাত্র সন্তান; মহাকবির বয়স যখন মাত্র ছয়, তার মাতৃবিয়োগ হয়, বাবা আরেকবার বিয়ে করেন। সৎ মা লাপার কাছে তিনি সস্নেহে লালিত হন। মহাকবির সৎ ভাই বোনের সংখ্যা ছিল তিন -- সৎভাইয়ের নাম ফ্রান্সেস্কো, সৎবোনদের একজনের নাম গাইতানা বা সংক্ষেপে তানা, আরেকজনের নাম সময়ের অতলে হারিয়ে গেছে, শুধু জানা যায় লিওন পোজ্জি নামের এক সরকারি কর্মচারীর সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তাদের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল আন্দ্রেয়া, যে কি না হুবহু মহাকবি দান্তের মতো দেখতে হয়েছিল। মহাকবির বয়স যখন বছর, তখন তার বাবা মারা যান। তার পরিবার ততটা বিত্তশালী না হলেও অভিজাত হিসাবে সামাজিক সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল। তার প্রপিতামহ ছিলেন কাচ্চাগুইদা, যিনি বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট তৃতীয় কোররাদোর কাছ থেকে 'মিলিৎসা' বা নাইটহুড বা উপাধি পেয়েছিলেন। কাচ্চাগুইদা থাকতেন ফ্লোরেন্সের পুরনো বাজার এলাকায়। কিন্তু কাচ্চাগুইদার মৃত্যুর পর তার বংশধরেরা সান মার্তিনো দেল ভেস্কোভো নামক ভিন্ন এক এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন।বংশ-পরম্পরায় দান্তের পরিবার ছিল ফ্লোরেন্স নগরীর পুরনো বাসিন্দা। তবে আগাগোড়া তাদের পরিবারটিকে অভিজাত সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য করা হতো কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। হতে পারে দান্তের প্রপিতামহ কাচ্চাগুইদার রাজকীয় খেতাবপ্রাপ্তর পরবর্তীকালে তাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এই মর্যাদা অনেকটাই হ্রাস পায় এবং 'কুলীন দরিদ্র' পরিবারের সমতুল্য হয়ে পড়ে। মহাকবির পরিবারের মর্যাদার এই পরিবর্তন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে করা হয়।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহাকবি দান্তে ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, এবং নবজাগরণের যুগের পশ্চিমী মানবতাবাদি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার| ব্রুনেত্তো লাতিনি নামে এক পণ্ডিতের কাছে তিনি উদারনৈতিক নন্দনতত্ত্ব, লাতিন ও গ্রিক ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেন। ১২৯২ সালে প্রকাশিত হয় দান্তের কাব্যগ্রন্থ 'লা ভিতা নুওভা' যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন প্রিয়বন্ধু কবিকবি গুইদো কাভালকান্তিকে। 'লা ভিতা নুওভা' একটি আত্মস্মৃতিরোমন্থনমূলক কাব্যগ্রন্থ। প্রবীণ কবি গুইদো গুইনেৎসেল্লিকে নিজের কাব্যরচনার গুরু বলে মনে করতেন দান্তে। 'ইল কনভিভিও', 'দে ভুলগারি এলোকুয়েন্তিয়া', 'দে মনার্কিয়া', 'অন মোনার্কি ইকলোইউজে', 'রিমি', 'অপেরি', 'দ্য পোর্টেব্‌ল দান্তে', 'দান্তে'স লিরিক পোয়েট্রি' ইত্যাদি আরো কিছু অসামান্য কাব্য ও প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করবার পর মহাকবি দান্তে 'ডিভাইন কমেডি' রচনা আরম্ভ করেন। মূল রচনাটির নাম ছিল 'দিভিনা কোম্মেদিয়া', ইংরাজিতে যা 'ডিভাইন কমেডি' ভোলে নামাঙ্কিত হয়েছে। এটি আসলে একটি রূপক কাহিনী, এতে নরকের বর্ণনা যে ভয়াবহ অথচ নান্দনিকভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে হৃদয়ের আবেগ, নিখুঁত বিবরণী, দার্শনিক উদ্ভাস, ইতিহাস ও কিংবদন্তীর অসামান্য মিশ্রণ একত্রে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলির মধ্যে একে এক অনন্য কালজয়ী উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে|মধ্যযুগে পাশ্চাত্য গির্জাগুলোয় কিভাবে জীবনযাত্রা বিকশিত হয়েছিল, তা দান্তের এই মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ইতালির ভেনিস প্রদেশের কথ্যভাষায় রচিত চৌদ্দহাজার দুইশত তেত্রিশটি বাক সমন্বিত এই মহাকাব্য মোট তিনটি খন্ডে বিভক্ত, যথাক্রমে - ইনফার্নো, পুরগাতোরিও এবং প্যারাদিসো !! প্রতিটি খন্ড আবার তেত্রিশটি উপবিভাগের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে|রোমান ক্যাথলিক গির্জা প্রচারিত ব্যক্তির মৃত্যু-পরবর্তী পরলোকযাত্রার ধারনার ভিত্তিতে -- ইনফার্নো, পুর্গাতোরিও এবং প্যারাদিসো -- এই তিনটি পর্বের মধ্য দিয়ে একটি কল্পনাত্মক এবং রূপকধর্মী অভিযাত্রার মর্মস্পর্শী বয়ানে গড়া এই মহাকাব্য।

'ডিভাইন কমেডি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিয়াত্রিচে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, বিয়াত্রিচে আসলে ছিল মহাকবি দান্তের কৈশোরক প্রেমের নায়িকা। মহাকবির বয়স যখন নয় বছর সেই সময় সমবয়সী বিয়াত্রিচের প্রতি মুগ্ধতার এক আবেশে জড়িয়ে পড়েন তিনি। অথচ কখনো মুখ ফুটে তা বলতে পারেননি তার হৃদয়পথগামিনীকে। কুড়ি বছর বয়স থেকেই দান্তে তার অনুচ্চারিত প্রেমের কথা, অব্যক্ত কামনার সম্পদ কাব্যের আকারে লিখে চলেছিলেন বিয়াত্রিচের উদ্দেশ্যে। এমনকি সারা জীবনে তাদের মধ্যে দু-তিনবারের বেশী প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ বিয়াত্রিচের প্রতি মহাকবির গভীর গোপন অনুরাগ সমগ্র জীবন ও সৃজনশীলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিয়াত্রিচে কিন্তু দান্তের এই প্রণয় কামনার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। এমনকি পরবর্তীতে দুজনেরই দুই ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যের কথা, ১২৯০ সালে মাত্র চব্বীশ বছর বয়সে মারা যান বিয়াত্রিচে। মৃত্যুর পরেও বিয়াত্রিচে মহাকবির স্মরণে মননে রয়ে গেছেন -- রয়ে গেছেন তার রচিত মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে।

এক শুদ্ধতম কামগন্ধহীন প্লেটোনিক ভালোবাসার পবিত্র দীপশিখা বয়ে বিয়াত্রিচে 'ডিভাইন কমেডি'তে উদ্ভাসিত হয় স্বর্গের পথনির্দেশিকা নির্ধারণে। মধ্যযুগের স্বপ্ন সুন্দর উচ্চাঙ্গ প্রেমের প্রভাব ও মুক্ত মানবিক চিন্তার আন্তরিক মিলনের আকর মহাকবি দান্তের 'দিভিনা কোম্মেদিয়া।

রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি দান্তের এই মহাকবিতার অন্তর্নিহিত প্রণয় ও চরিত্রায়ন বিষয়ে উল্লেখ করেছেন -- 'এই স্বপ্নময় কবির জীবনীগ্রন্থে বিয়াত্রিচেই তার জীবন-কাব্যের নায়িকা! বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তার জীবনকাহিনী শূন্য হয়ে পড়ে। কবির প্রেমীজীবনের দেবতা ছিল বিয়াত্রিচে তাই তার সমস্ত কাব্য জুড়ে বিয়াত্রিচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই দান্তের প্রথম কবিতার উৎস। কবির প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচেরই আরাধনা। দেবতার চিত্রিত করেও কবি দান্তে পরিতৃপ্ত ন'।
'এই কাব্যের শেষভাগে তিনি লিখলেন' -....

এই পর্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম -- সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাহার যোগ্য নহে -- যে পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কবিতা না লিখিতে পারিব সে পর্যন্ত আর লিখব না।| ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রিচে) জানিতেছেন, আমি তাহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর- প্রসাদে আর কিছুদিন যদি বাচিয়া থাকি তবে তাহার বিষয়ে এমন লিখিব যাহা এ পর্যন্ত কোন মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনও লেখে নাই'-- এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য 'দিভিনা কোম্মেদিয়া' লিখেন ও বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, যাহা কোন মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখনও বলে নাই।'

'রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চোখে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করতেন', 'যে ব্যক্তিই বিয়াত্রিচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে, তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইতো না'। দান্তে বলেন, 'যখন মনুষ্যরা তাহার দিকে চাহিত তখনই তারা কেবল একটি মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।' দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রিচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন'।
'যাহারা যাহারা প্রেমের অধীন আছেন তাহাদের বন্দনা করিয়া ও তাহাদের এই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখবো স্থির করিলাম|'

প্রেম-বন্দী হৃদি যারা, সুকোমল মন,
যারা পড়িবেন এই সংগীত আমার,
তারা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায় দিউন মোরে অর্থ কী ইহার?
যে কালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাপে হৃদয় প্রদেশ!
দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন;
মোর হৃদপিণ্ড রহে করতলে তার;
বাহু-'পরে শান্তভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার --
অবশেষে জাগি উঠি প্রেমের আদেশে
সভায় জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার!
তারপরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাদিতে কাদিতে অতি বিষণ আকার!

দান্তে ঠিক কবে থেকে 'ডিভাইন কমেডি' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ১৩২১ সালে তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে এই মহাকাব্য রচনা তিনি শেষ করেন। এই মহাকাব্যে বিয়েট্রিশে চরিত্রটির অবতারণা ঘটলেও এটি কিন্তু প্রণয়কাব্য নয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা দার্শনিক উপলব্ধির আলোকে গড়ে উঠেছে 'ডিভাইন কমেডি'। কাহিনীসূত্রে বিবৃত হয়েছে, এক গহীন অরণ্যের মাঝখানে দান্তের সাথে সাক্ষাৎ হয় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের মহাকবি ভার্জিলের। স্বর্গবাসীনি বিয়াত্রিচের অনুরোধে মহাকবি ভার্জিল মর্ত্যে এসেছেন মৃত্যু-পরবর্তী জগতের সাথে দান্তের পরিচয় করাতে করাতে তাকে স্বর্গ পর্যন্ত নিয়ে যেতে। এই মহাপ্রস্থানের পথের বিচিত্র চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতার বিবরণী অসামান্য কাব্যব্যঞ্জনায় সংকলিত হয়েছে ওই মহাকাব্যের মধ্যে। পরিচিত জগতের মায়া কাটিয়ে রহস্যাবৃত ইনফার্নো পরিসরে প্রবেশ করার রোমাঞ্চকর অনুভূতির কাব্যিক ধারাভাষ্য থেকে ক্রমে তা প্রবেশ করে পুর্গাতোরি বা নারকীয় প্রেত-জগতের বীভৎসার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। পুর্গাতোরির নানা যন্ত্রনা, উৎপীড়ন, প্রদাহের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হতে প্রয়াত আত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র হয় এবং তারপর উপনীত

হয় প্যারাদিসো বা স্বর্গের চির আনন্দময় জগতে। মহাকবি ভার্জিলের সাথে দান্তের এই অন্তিম যাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে দার্শনিক উন্মোচনের মত প্রতিভাত হয় মহাকাব্যটির পরতে পরতে।

লোকশ্রুতিতে 'ডিভাইন কমেডি'কে নিয়ে একটি অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাকবি দান্তে **১৩২১** সালে মারা যান; তার মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরে দেখা যায় 'ডিভাইন কমেডি'র শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা উধাও হয়ে গেছে! মহাকবির দুই পুত্র জ্যাকোপো ও পিয়েত্রে কয়েক মাস যাবত তন্ন তন্ন করে সেই পাতাগুলি খোঁজ করেন, বাবার লেখালেখির নানা কাগজপত্র ঘেঁটে খুঁটিয়ে খুঁজে উধাও পৃষ্ঠাগুলি উদ্ধারের অনেক চেষ্টাই করেন তারা দুজনেই, কিন্তু কিছুতেই তার হদিশ পাওয়া যায় না। শেষমেশ তারা হাল ছেড়ে দেন। এমতাবস্থায় কয়েক মাস পরে মহাকবির কনিষ্ঠ পুত্র পিয়েত্রে স্বপ্নে দেখেন সাদা পোশাক পরিহিত তার পিতা নরম আবছা আলোয় তার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, পিয়েত্রে তার কুশলসংবাদ গ্রহণ করার পর 'ডিভাইন কমেডি'র উধাও শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন! জানতে চান মহাকবি কি তার মহাকাব্যটি অসম্পূর্ণ রেখেই প্রয়াত হয়েছেন, নাকি কোন অসাধু তস্কর তা হস্তগত করেছে ! ত্রিকালদর্শী মহাকবি স্বপ্নে তার পুত্রকে জানিয়ে দেন উধাও পাতাগুলি তাদের বাসগৃহের একটি বিশেষ কক্ষের ঘুলঘুলিতে গোপনে লুকানো আছে। দান্তে অনুমান করেছিলেন তার মৃত্যুর পর এই মহাকাব্য বেহাত হয়ে যেতে পারে, তাই এই বিচিত্র বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করে গেছেন। পরদিন লোক জড়ো করে কবিপুত্র পিয়েত্রে এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা সকলকে জানালেন। কিন্তু অধিকাংশই সেকথা বিশ্বাস করলেন না, যারা করলেন তারাও আগ্রহ দেখালেন না উদ্দিষ্ট জায়গাটি খুঁজে দেখার। পিয়েত্রে একাই তার এক আইনজীবী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নযোগে তার পিতার নির্দেশিত নির্দিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট ঘুলঘুলিতে অনুসন্ধান করে 'ডিভাইন কমেডি'র পাণ্ডুলিপির শেষাংশ উদ্ধার করেন, এবং এইভাবে মহাকাব্যটির পূর্ণাঙ্গ রূপ মুক্তি পায়।
মহাকবি দান্তে কেবল যে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি নিয়েই নিজের আগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখেননি, সমসাময়িক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ভাগ্য পরিবর্তন সবটাই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিরিশ বছর বয়স থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তার যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে ফ্লোরেন্সের নগর পরিষদের পরিচালকমন্ডলীতে আমন্ত্রিত সুধী সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন তিনি পরামর্শ দান করেছেন। পৌর প্রশাসকমন্ডলীতেও তার সম্মানীয় আসন ছিল। জানা যায়, এমনকি তিনি রাষ্ট্রদূতের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, ফ্লোরেন্স ছিল সেই সময় ইতালির একটি সমৃদ্ধ নগররাষ্ট্র। প্রাচীন থেকে মধ্যযুগের ইতিহাসে এমন অনেক নগররাষ্ট্রের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা, সংবিধান, সামরিক বাহিনী, অর্থব্যবস্থা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি সকলই ছিল। নগরের আকারবিশিষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রের স্বভাববিশিষ্ট এইসব জনপদ প্রায়শ একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও শত্রুতা কিম্বা মৈত্রী এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্কের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তো। এমনকি নগর রাষ্ট্রগুলির পরিচালনা অধিকার আদায় করে নেবার জন্য প্রায় প্রতিটি নগররাষ্ট্রের ভেতরেই অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে চলত নানারকম রেষারেষি কিংবা বোঝাপড়া! দান্তের সমসাময়িককালে ফ্লোরেন্সে মোটামুটিভাবে দুটি রাজনৈতিক দল ছিল বেশ প্রভাবশালী, প্রজাদের সমর্থন -- গুয়েলফো পার্টি আর গিবেল্লিনো পার্টি -- এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই মেরুকরণের ফলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার পরিসর জটিলতর হয়ে উঠেছিল। গুয়েলফো পার্টির সমর্থক ও নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশই ছিলেন কুলীন, বনেদি, অভিজাত কিন্তু

আর্থিকভাবে অসচ্ছল নাগরিকবৃন্দ; আর অন্যদিকে গিবেল্লিনো পার্টিতে ছিল ধনাঢ্য, জমিদার, রাজনৈতিক সুবিধাবাদী, বিত্তশালী সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সমাবেশ। স্বভাবতই, গুয়েলফো পার্টির অনুকূলে দান্তের রাজনৈতিক অবস্থান তথা গিবেল্লিনো পার্টির সুযোগসন্ধানী রাজনীতির আজীবন বিরোধিতা করে যাওয়া তার ভবিতব্য বলেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে সমগ্র ইতালি এই দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে| লক্ষণীয় বিষয় ছিল, গুয়েলফো পার্টির মধ্যে ছিল অঘোষিত দুটি ভাগ -- শ্বেতাঙ্গ গুয়েলফো আর কৃষ্ণাঙ্গ গুয়েলফো! বংশ পরিচিতির কারনেই দান্তে ছিলেন শ্বেতাঙ্গ গুয়েলফো, আর এই উপদলীয় রাজনীতি তার জন্য ভয়ঙ্কর বিপদজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল!

সেই সময়ে ফ্লোরেন্স জুড়ে চলছিল নানান ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা অরাজকতার পরিস্থিতি, রোমের ভ্যাটিকান থেকে পোপের কর্তৃত্ব বনাম ফ্লোরেন্স নগরবাসীদের প্রজাতান্ত্রিক চেতনার সংঘাত ব্যাপক সংঘর্ষময় আকার নিচ্ছিল। দান্তে ছিলেন পোপতন্ত্রের কঠোর সমালোচক, পোপের যাবতীয় অনৈতিক কার্যাবলীকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন। 'দে মনার্কিয়া' গ্রন্থে দান্তে পোপের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ভিত্তি ও বৃত্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। 'ডিভাইন কমেডি'তে নরকের অষ্টম পর্যায়ে পোপকে পবিত্র ঐশ্বরিক প্রভাব বিক্রি ও দুর্নীতির জন্য নৃশংস শাস্তিভোগরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। পোপ অষ্টম বেনিফেস পূর্বাশ্রমে ছিলেন একজন কূটনীতিক, তাই ভ্যাটিকানে সর্বোচ্চ আসন পেয়েও রাজনীতিতে নাক গলানোর অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারেননি, যার ফলে তার সাথে সমসাময়িককালে জার্মানির শাসক প্রথম অ্যালবার্ট, ফ্রান্সের শাসক চতুর্থ ফিলিপ প্রমুখের অনেকগুলি বড় সংঘাত তৈরি হয়। এই সংঘাতের প্রেক্ষাপটেই পোপ অষ্টম বেনিফেস ভ্যাটিকানে দান্তেকে ডেকে পাঠান সমঝোতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। আসলে এ ছিল তার এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। দান্তে ভ্যাটিকানে পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই ফ্লোরেন্সের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষমতা বদল হয়। শ্বেতাঙ্গ গুয়েলফো আর কৃষ্ণাঙ্গ গুয়েলফোদের মধ্যে ক্ষমতার কোনদলের ফলে গভীর রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়। পোপের ইশারায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দান্তেকে যাবতীয় অরাজক পরিস্থিতির জন্য দায়ী ঘোষণা করে তার অনুপস্থিতিতে তার প্রকাশ্য বিচারসভা বসায় এবং সেই সভায় ১৩০২ সালের ২৭শে জানুয়ারি রায় ঘোষণা করে দান্তের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার ফ্লোরিন জরিমানা, ফ্লোরেন্স থেকে দুই বছরের জন্য নির্বাসন এবং রাজনীতি থেকে চিরদিনের বিযুক্তি শাস্তি হিসেবে ধার্য করা হয়, তার বাসগৃহে ক্ষিপ্ত জনতার একাংশ আগুন লাগিয়ে দেয়। এই সমগ্র বিচার প্রক্রিয়ার সময় দান্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ্য তিনি পাননি। তাই এই শাস্তি তিনি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি জানিয়ে দেন, ক্ষমা প্রার্থনা কিংবা জরিমানা প্রদান কোনটাই তিনি করবেন না। এমতাবস্থায় ফ্লোরেন্সের প্রশাসক মন্ডলী পুনরায় বিচারে বসেন এবং ওই বছর ১০ই মার্চ নতুন রায় ঘোষণা করে দান্তেকে আজীবনের জন্য ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত করা হয়। বলা হয় ফেরার চেষ্টা করলে তাকে শহরের সীমানায় ঢুকতেই দেওয়া হবে না, অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে। পরের বছর এই রায়ের সঙ্গে আরও যুক্ত করা হয় যে, দান্তের ছেলেদের বয়স যখন চৌদ্দবছর সম্পূর্ণ হবে তখন তারাও ফ্লোরেন্স থেকে চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত হবেন।

দান্তের এই রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তন তার সাহিত্যভাবনায় অনবদ্য ছাপ রেখেছে। প্রায় বারো বছর পর ১৩১৫ সালে দান্তের কাছে তার নিকট আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হয় তিনি যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে নেন, তাহলে ফ্লোরেন্সে তাকে পুনরায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের জবাবে একটি চমৎকার চিঠি লেখেন দান্তে, তাতে উল্লেখ করেন - "***প্রায় পনের বছর নির্বাসন সইবার পর দান্তে***

আলিগিয়েরিকে তার জন্মভূমিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এটা কি কোনো একটা উদার আহ্বান হলো? যে লোক সবসময় ন্যায়ের জন্য লড়াই করলো আর যার ওপর কেবলই অন্যায় করা হচ্ছে, এটাই কি তার প্রাপ্য? যারা অন্যায় করেছে তাদেরকেই ফের টাকা দিতে হবে? না, এভাবে আমি আমার নিজের দেশে ফিরতে চাই না। এ ছাড়া ফিরবার যদি কোনো পথ না থাকে তো আমি ফ্লোরেন্সে ফিরবো না। তাতে কী! যেখানেই থাকি না কেন আমার চোখে কি সূর্য-তারার আলো থাকবে না? এই আকাশের নিচে যেকোনো মাটিতে আমি কি সত্যের ধ্যান করতে পারব না? তবে? তা হলে কিসের জন্য ফ্লোরেন্স আর ফ্লোরেন্সবাসীর কাছে মানসম্মান-খ্যাতি সব বিসর্জন দিয়ে আমার দেশে ফিরতে হবে? রুটির অভাব কোথাও ঘটবে বলে আমার মনে হয় না।"

দান্তের এমন অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে তার ছেলেদের জীবনে চরম বিপত্তি নেমে আসে -- ফ্লোরেন্সের প্রশাসকমন্ডলী প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে দান্তের দুই ছেলের মুন্ডচ্ছেদে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করে| বলা হয়, মাতৃভূমিকে অপমানকারী দেশদ্রোহী দান্তে যেহেতু পলাতক, তাই তার বংশ আর অবশিষ্ট রাখা দেশের জন্য অমঙ্গল, তাই দান্তের দুই পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো! ভাগ্যক্রমে পাহারারত রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে দান্তের দুই পুত্র রাতের অন্ধকারে ফ্লোরেন্স ছেড়ে পালিয়ে আসেন এবং পিতার সাথে মিলিত হন।

দান্তে আর কখনো তার প্রিয় ফ্লোরেন্স শহরে ফিরে যেতে পারেননি। ভাগ্যান্বেষণে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ত্রেভিজো, লুচ্চা, পাদুয়া, ভেরোনো, রাভেন্না, তাসকানি, ভেনিস, মিলান প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায়। কখনো ছাত্র পড়িয়েছেন, কখনো অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন, তখনো ধনী ব্যক্তিদের মজলিসে কাব্য শুনিয়ে পারিতোষিক আদায় করেছেন। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ তার আর কোনদিনই দেখা হয়নি। তিনি কখনো বিত্তশালী হতে পারেননি বটে, কিন্তু তার চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাসের লিপিবদ্ধ যে বিপুল বিত্ত তিনি রেখে গেছেন বিশুদ্ধ কবিতা কিংবা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের আকারে তাকে আত্মস্থ করা আমাদের এক জীবনের কর্ম নয়!

'দিভিনা কোম্মেদিয়া' বা 'ডিভাইন কমেডি' রচনার কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি আর খুব বেশিদিন বাঁচেন নি। ১৩২০ সালে তিনি ভেরোনা শহরে গিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিতে, সেখান থেকে ফেরার পথে অসুস্থ শরীরে রাভেন্না শহরে তিনি আশ্রয় নেন। তার জীবনের শেষ দুই বছর এই রাভেন্না শহরেই কেটে। এখানেই তিনি শেষ করেন 'ডিভাইন কমেডি' রচনার কাজ। ১৩২১ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর রাভেন্না শহরেই দান্তে প্রয়াত হন। ইতিহাসের চাকা ঘুরে ফ্লোরেন্সের প্রশাসক পরিষদে আবার পরিবর্তন হলে ফ্লোরেন্স নগরবাসী উতলা হয়ে ওঠেন তাদের সতীর্থ নগরজাতক দান্তে আলিগিয়েরির সমাধি সজ্জাকে রাভেন্না শহর থেকে ফ্লোরেন্সে স্থানান্তরিত করতে। গভীর পরিতাপের সঙ্গে তারা স্মরণ করেন কত বড় মহাপ্রাণ এক বিস্ময় প্রতিভাকে কি লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়েছে অপদার্থ শাসকবর্গের নীতিবর্জিত অপশাসন কৌশলে। বহু শতাব্দী ধরে অনুশোচনায় কার অনুরোধে ফ্লোরেন্স রাভেন্না শহরের অধিবাসীদের কাছে বারংবার আবেদন জানিয়েছে মহাকবিকে তার জন্মস্থলে সমাহিত করার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাভেন্নাবাসী সেই আবেদন মঞ্জুর করেন নি। মহাকবি দান্তে চিরনিদ্রায় আজও ঘুমিয়ে আছেন তার দুঃসময়ের আশ্রয় রাভেন্না শহরের মাটির নিচে। স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল রয়েছে দান্তের সেইসব মহার্ঘ রচনা, যার মধ্যে সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম 'ডিভাইন কমেডি' নামের মহাকাব্যটি। পূর্ণ হল এই মহাকাব্য রচনার সাত শতাব্দী।

সূত্র:

১। দান্তে রচনাসমগ্র, অনুবাদঃ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, তুলি-কলম প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭।
২। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ সাহিত্যিক, হায়াৎ মামুদ, সাহিত্য প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৭।
৩। দান্তে ও বিয়াত্রিচে -- নারায়ণ সান্যাল, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ ।
৪। 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৯৮০।